জনকণ্ঠ -
২ জুন, ২০০৯
পৃষ্ঠা — ৭
শ্রেণীসংখ্যা - 07..408

East West University
EAST WEST LIBRARY

জনকণ্ঠ, ২/৬/০৯, পৃঃ — ৭

বাজেট ২০০৯-২০১০ এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সকল স্তরের মানুষ তাই আশায় বুক বেঁধে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে ২৯ ডিসেম্বরের শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে অবিশ্বরণীয় ম্যান্ডেট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠায়। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেটকে তাই করতে হবে গণমুখী এবং অর্থনৈতিক মুক্তির একটি বড় হাতিয়ার হিসেবে

আসন্ন অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নের এই চূড়ান্ত পর্বে বড় কোন নতুন প্রস্তাব হয়ত বা আর দেখা যাবে না। তবে মূল ফ্রেমের কিছু পরিবর্তন আর যথাসাধ্য রদবদলের দরজা শেষ অবধি খোলা থাকবে নিশ্চয়ই। আগামী বছরের বাজেট যে একটা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে জাতির সামনে আসছে তা অবশ্যই স্বীকার্য। দেড় কোটি অস্তিত্বহীন ভোটার বাদ দিয়ে ফটোসহ সঠিক তালিকা প্রণয়ন, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ও শান্তিপূর্ণ ভোটদান পর্বের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও দেশে-বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত শতকরা ৮৫ ভাগ ভোটার প্রদত্ত নির্বাচনের মাধ্যমে মহাজোট ক্ষমতায় এসেছে। এর প্রধান শরিক দল এককভাবে সংসদের তিন চতুর্থাংশ আসনে বিজয়ী হয়েছে সোনার বাংলা গড়ার কৃতসংকল্পে দিন বদলের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে। ২০০৮-এর নির্বাচনের আরও বৈশিষ্ট্য হলো অর্ধেকেরও বেশি আসনে জয়ী হয়েছেন প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য যারা নবদিগন্তের সূচনা করতে চান এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে দৃঢ়প্রত্যয় পোষণ করেন। ২০০১-২০০৮ সময়ে দুঃশাসন, অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান আয় ও সম্পদ বৈষম্য, কুৎসিত জঙ্গীবাদের শক্তি ও সাহসবৃদ্ধি, বেকারত্বের কালো থাবা, সীমাহীন দুর্নীতি ও দলীয়করণ এবং বিশেষ করে ২০০৭-২০০৮ সময়কালে দুর্নীতি দমনের নামে লাগামহীন ধরপাকড়, বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া হকার উচ্ছেদ, ও হাটবাজার উৎখাতের ফলে সরবরাহ চেইন গুঁড়িয়ে দেয়া, সিন্ডিকেট ভাঙতে ব্যর্থতা এবং শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যে অবদানরতদের সাথে আস্থাহীনতার দূরত্ব সৃষ্টির ফলে অর্থনীতি হয়ে পড়ে স্থবির ও বিপর্যস্ত। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দা, যার নেতিবাচক প্রভাব কিছুটা হলেও পড়বে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর।

সরকারীভাবে আদমজী পাটকল বন্ধ করে দিয়ে এবং ব্যাপক ধরপাকড়ের আতঙ্কে অনেক শিল্পপতিকে দেশত্যাগ ও আত্মগোপনে বাধ্য করার ফলে বহু কল-কারখানা, কোম্পানি বন্ধ অথবা ধ্বংস হয়ে যায়। এগুলো চালু রাখার কোন সজ্ঞান উদ্যোগ না নেয়ার ফলে দিশেহারা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে শুধুমাত্র খেলাপী ঋণ বেড়ে যায় আড়াই হাজার কোটি টাকা। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সকল স্তরের মানুষ তাই আশায় বুক বেঁধে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে ২৯ ডিসেম্বরের শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে অবিস্মরণীয় ম্যান্ডেট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠায়। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেটকে তাই করতে হবে গণমুখী এবং অর্থনৈতিক মুক্তির একটি বড় হাতিয়ার হিসেবে।

ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল মহল (দরিদ্রতম গোষ্ঠী ছাড়া) ও সংগঠনের সাথে যথারীতি এবং অর্থবহ শলা-পরামর্শ করেছেন অর্থমন্ত্রী। অক্লান্ত পরিশ্রমের বিপুল ধান ফসলের মূল্যধস আর চালের মূল্যে রমরমা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে দশ হাজার মিল মালিকের কাছে আমরা জিম্মি হয়ে গেছি। এ আগল ভাঙতেই হবে। অবশ্যই কিষাণ কিষাণির কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে সরাসরি ধান কেনার উপায় বের করতে হবে। সম্ভবত: উৎপাদন ও বিপণনের সমবায় গঠন এবং এলজিইডির ছয়শত গুদামের মতো আরও বহু গুদাম নির্মাণ করে অন্তত: তিন লাখ টন মজুদ করার ক্ষমতা (আলুর হিমাগার সংরক্ষণের আদলে) সৃষ্টি করে সোনালী ফসলের সুফল মধ্যস্বত্বভোগীদের দখল থেকে চাষী ভাইকে দিতেই হবে।

আলাপ-আলোচনা, লেখালেখি আর টক শো সার্কিটে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বাজেট সম্পর্কে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলো হচ্ছে, কর অবকাশ অব্যাহতভাবে রাখা না রাখা, ন্যূনতম করযোগ্য আয়সীমা বৃদ্ধি, কর হ্রাস বা মওকুফ, বাণিজ্যিক এনজিও কার্যক্রমে করারোপ, অবচয় হার বৃদ্ধি, ভূমির মূল্যবৃদ্ধি ও নিবন্ধন খরচ হ্রাস, স্পেশাল ট্যাক্স ক্রেডিট, মূল্য সংযোজন করের পরিধি সম্প্রসারণ, আমদানী শুল্ক হ্রাস অথবা মাফ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রসার, মহিলা উদ্যোগে বিশেষ সহায়তা, অপ্রদর্শিত আয় এমন কি কালো টাকা বিনিয়োগের উপায়, ব্যাংক-বীমাসহ সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন, প্রবাসীগণের জন্য ব্যাংক স্থাপন, তৈরি পোশাক শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে নগদ ভর্তুকির আবদার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য নির্মূল (বাংলাদেশে অবশ্য সরকার, মিডিয়া, সুশীলসমাজ দারিদ্র বিমোচন বা উপশম করতে আগ্রহী অর্থাৎ দারিদ্র্যকে সহনীয় পর্যায়ে রেখে দেয়ার পন্থা) ইত্যাদি বিষয়। অবশ্য অর্থনৈতিক বাস্তবতার এই কঠিন সময়ে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সদিচ্ছা, সঠিক পরামর্শ এবং লাগসই নীতি কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতার খুবই প্রয়োজন। এ দেশের বেসরকারী খাত বরাবরের মতোই মুক্তমনের সহায়তা দেবেন এবং প্রয়োজনবোধে ভবিষ্যতের সুদিনে বর্তমানের ক্ষতি বা কম মুনাফা পুষিয়ে উঠতে প্রস্তুত আছেন বলেও মনে করি।

দারিদ্র্য নির্মূল যেহেতু একটি জাতীয় অগ্রাধিকার, দরিদ্রজন এবং অনুন্নত অঞ্চলসমূহকে তাই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান তথা আয়-রোজগার বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। প্রয়োজন বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও প্রণোদনার মাধ্যমে সংগঠন ও ক্ষমতায়ন এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের কৃষি/মৎস্য/ফলমূল প্রক্রিয়া শিল্পের লাখ লাখ ইউনিট গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়া। বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন জানালায় ব্যাংক রেটে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থ পাবে এ সকল ইউনিটে সাত বা আটভাগ সহজ কিস্তির ঋণীবান্ধব ঋণ দিতে। অতিক্ষুদ্র ইউনিটগুলো খুবই ছোট হতে পারে, মিসিং নিম্নবিত্ত উদ্যোক্তার জন্য। ভেনচার ক্যাপিটাল ফান্ডও সৃষ্টি করা যেতে পারে।

২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেটে বোধ হয় বিদ্যুত ও জ্বালানি খাতে সরকারের নীতি কৌশলের সুস্পষ্ট ও বাস্তব ঘোষণা থাকতে হবে যা এখনও শোনা যায়নি। আগামী দুই, তিন ও পাঁচ বছর পর কোন্ সূত্র থেকে কত পরিমাণ বিদ্যুত আহরণ করা হবে এবং সেই লক্ষ্যে কি কি সুবিধা/ছাড় দেয়া হবে তাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। বর্তমান দুঃসহ অবস্থায় এবং উৎপাদনের গতি পুনরুদ্ধার করতে স্বল্প মেয়াদে মহার্ঘ মূল্যে বার্জ মাউন্টেডসহ অন্যান্য তাৎক্ষণিক বিকল্প বেছে নিতে হবে। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে গ্যাস ব্যবহারে বিদ্যুত উৎপাদন করতে হলে নিরপেক্ষ (ইউরোপীয় হলে ভাল হয়) সার্ভেয়ার দিয়ে সময় নির্দিষ্ট নিশ্চিত গ্যাসপ্রাপ্তি খাতে বিনিয়োগ করা উচিত। প্রতিবেশী দু'তিনটি দেশ থেকে বিদ্যুত আমদানি (তাও নাকি দু'বছর সময়ের দরকার) এবং উপ-আঞ্চলিক ভিত্তিতে হিমালয়ের পাদদেশে বিপুল জলাধার নির্মাণ এবং জলবিদ্যুত

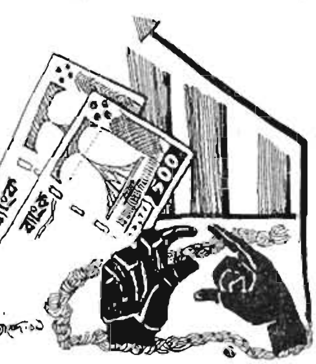

উৎপাদনের যে দূরদৃষ্টি উত্তর পার্শ্বে দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন আর দেব আর নেব বিনিময় করার সম্ভাবনা কতটুকু তাও নিশ্চিতভাবে নিরূপণে প্রস্তুত হতে হবে। সৌরশক্তি আহরণে প্যানেল আমদানি না করে এদেশে তা তৈরির জন্য বিনিয়োগে প্রাইভেট পাবলিক সহযোগিতা কি পাওয়া যাবে সৌরশক্তি আর বায়োগ্যাস শক্তির জন্য বাংলাদেশের গুচ্ছ গুচ্ছ বসতি ও চমৎকার রৌদ্রকর উজ্জ্বল প্রকৃতি কতই না উপযুক্ত। গ্রামবাংলার ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র শিল্প প্রসারে এ ধরনের নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম। স্বল্পমেয়াদে দেশজ এবং মধ্য মেয়াদ থেকে সর্বোত্তম সূত্র থেকে আমদানী করা কয়লা দিয়ে (ইতোমধ্যে বন্দরের নাব্য গভীরতা বাড়াতে হবে) বিদ্যুত উৎপাদনে বাজেটে ঘোষণা থাকছে বোধ হয়। বিশ্ববাজারে সাময়িক মূল্য হ্রাসের প্রেক্ষিতে প্রতি লিটার অকটেনের মূল্য ৫৫ টাকায়, পেট্রোল ৫০ টাকায়, ডিজেল ৩৫ টাকায় এবং সর্বজনে ব্যবহৃত কেরোসিন ২৫ টাকায় নামালেও সরকারের লাভ একেবারে উঠে যাবে না। তবে বিদ্যুতের মূল্য বোধহয় বাড়াতেই হবে।

পরিবারপ্রতি একটি কর্মসংস্থানের পাঁচসালা কর্মসূচী বাস্তবায়নে এবারের বাজেটেই বরাদ্দ থাকা সমীচীন হবে। চাকরিপ্রাপ্তি পদায়ন ও পদোন্নতিতে অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও স্বাধীনতার মূল্যবোধে বিশ্বাসীগণ আর বঞ্চিত হবেন না আশা করি।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিশাল সংস্কারটা প্রাথমিক স্তরে শুরু করতে হবে। সব ধরনের প্রাইমারী মিলিয়ে প্রায় ৮০ হাজার স্কুলে ৫ লাখ শিক্ষকের কাছে প্রায় দুই কোটি বিদ্যার্থী, এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সন্তানেরা, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুসহ পঞ্চাশ লাখ শিশু হয় ভর্তি হতে পারে না বা হতে চায় না নতুবা অকালে ঝরে যায়। সময়মতো ও বিনামূল্যে প্রাপ্তির নিশ্চয়তাসহ বই বিতরণের কাজটি যেমন জরুরী তেমনি অগ্রাধিকার পেতে পারে সরকারীভাবে স্কুল পোশাক ও এক বেলার খাবার সরবরাহ (শ্রীলঙ্কায় এ ধারা গত বাট বছর ধরে চালু আছে)। বিনা পারিশ্রমিকে ড. জাফর ইকবাল নিজে আকর্ষণীয় চিত্রাঙ্কনসহ ছোটদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নামের একটি অমূল্য পুস্তক রচনা করেছেন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে বইখানাকে পাঠ্য হিসেবে বিতরণ করার সুপারিশ করছি। প্রাইমারী শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষকতার মান ও আকর্ষণীয় পুস্তক প্রণয়নে প্রচুর বিনিয়োগের কথা সরকার নিশ্চয়ই ভাবছেন।

বিনামূল্যে এবার মাধ্যমিক পর্যায়েও বই বিতরণের প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বই বিতরণের ক্ষেত্রে বিপর্যয় কিন্তু সরকারের পিছু ছাড়ছে না। কাজটা এবার বোধহয় এখনই শুরু করতে হবে। মফস্বলের প্রেস ব্যবহারের প্রত্যাশা সঠিক ফল দেবে না। শুনেছি, ইতোমধ্যে বিভ্রাট শুরু হয়ে গেছে। প্রাইমারী স্তরের পুস্তক মুদ্রণের কাগজ হাতে থাকলেও মুদ্রণ টেন্ডার ডাকা হয়নি। আর মাধ্যমিকে টেন্ডার ডাকা হয়েছে কাগজের জোগাড় না করেই। এ সব ইচ্ছাকৃত নয়তো!

বেকারত্ব কমানো আর দারিদ্র্য নির্মূলের প্রস্তুতি পর্বেই একটি মানবসম্পদ মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা প্রয়োজন। এতে থাকবে আগামী বছরগুলোতে দারিদ্র্য নির্মূলসহ বিশাল অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞে কি ধরনের কতটুকু বৃত্তিমূলক, কারিগরি, প্রযুক্তি ও পেশাদার শিক্ষায় শিক্ষিত মানবসম্পদের প্রয়োজন হবে এবং এর কতটুকু এখন এ দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে আসবে। সুতরাং চাহিদা সরবরাহ গ্যাপ-এর সূত্র ধরেই শিল্প, বাণিজ্য কর্পোরেট খাত আর শিক্ষা খাতের মধ্যে মতোবিনিময়ের মধ্যেই নির্ধারিত হবে কিভাবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আমূল সংস্কারের অধীনে আনা হবে। এই প্রক্রিয়া থেকেই বের হয়ে আসবে বিদেশে মানবসম্পদ সেবা রফতানির চাহিদা এবং তা মিটাতে যে প্রচেষ্টার প্রয়োজন তার বিনিয়োগ নীতি কৌশল।

এ দেশে বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে, গ্রামীণ অর্থনীতির সচলতা, বিকাশ ও অর্থসম্পদ প্রাপ্তির ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পালে কতটুকু হাওয়ার জোর সংযুক্ত হবে তার পরিমাণ তাই ভর্তুকি মূল্যে উপকরণ সরবরাহ, সমর্থনসূচক মূল্যে পণ্য ক্রয়, উৎপাদন ও বিপণন সমবায়ে অনুসমর্থন আর মজুদীকরণের ক্ষমতা সৃষ্টি করতেই হবে। কৃষিবীমা চালু করতে আর দেরি কেন? এনজিওরা কৃষিঋণ দেয় না কেন? বীজ আমদানিতে জেনেটিক বীজ অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ভূমির অন্তর্নিহিত গুণাবলী সংরক্ষণ বা পুনঃসৃজনের প্রয়োজন কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না। রোটেশন অব ক্রপস?

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ সুখবর নিঃসন্দেহে।

মহামন্দা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনায় নগদ ভর্তুকির বিষয়টি খুব বেশি স্থান পেয়েছে। সুস্পষ্ট শর্তাধীনে স্বল্পসুদে বিনা হয়রানিতে ঋণসুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা কি বেশি যুক্তিযুক্ত হতো না। মন্দা পূর্ববর্তী সময়ে ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মতো আমাদের মূল রফতানী প্রতিযোগী দেশগুলোর মুদ্রার সাথে বাংলাদেশী টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল করা হলে মহামন্দার বহু সমস্যা এমনিতেই সমাধান হতে পারে। এটি না করা হলে ভবিষ্যতে রফতানী বাণিজ্য মহা কষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত হবে বলে মনে হয়। আমাদের রফতানীমূল্য বেড়েই চলেছে আর ভারত পাকিস্তানের রফতানী মূল্য কমছে।

বাজেটের প্রাপ্তি সম্পর্কে বিবেচনার প্রসঙ্গেই কর অবকাশের কথা বিবেচনা করা যায়। কর থেকে রাজস্ব আহরিত না হলে সরকার তার রাজস্ব খরচ আর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অর্থ কোথা থেকে জোগাড় করবে। তবে ঢালাওভাবে কর অবকাশের অবসান না করে ক্ষেত্র ও অঞ্চল বিশেষে দারিদ্র্য নির্মূল অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশে কর অবকাশ এবং দেশীয় উপাদান ব্যবহারকারী শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্র আমদানিতে শুল্ক হ্রাস অপরিহার্য। দেশীয় শিল্প বিকাশের স্বার্থে ভোক্তা পর্যায়ের আমদানিতে বেশি বেশি সম্পূরক শুল্ক আর দেশে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হয় না তেমন কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী দ্রব্য আমদানীতে সমসম্পূরক শুল্ক হ্রাস বিষয়ে নিশ্চয়ই সতর্ক বিবেচনা দেয়া হবে। ১৫০১ সিসি এবং তার চেয়ে বেশি সিসির ইঞ্জিনবিশিষ্ট গাড়ি আমদানিতে (নতুন হোক বা রিকন্ডিশন্ড) আগে প্রচুর রাজস্ব আসত, কার স্বার্থে এটি কমিয়ে দেয়া হয়েছে কে জানে। উভয়গুলো পুনরায় চালু করা সমীচীন হবে। ঢাকা মহানগরে পাবলিক যানবাহন সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখছি না। খাস রাস্তাগুলোতে চলাচলকারী প্রাইভেটকারে টোল আর রোড সাইড পার্কিং ফি বসালে কেমন হয়? রেল খাতে বিনিয়োগ মাধ্যমে বিপুল উন্নতির স্বার্থেই উপরের শ্রেণীগুলোর ভাড়া বৃদ্ধির চিন্তা করা যেতে পারে। (অসমাপ্ত)

লেখক: শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও উন্নয়ন কর্মী, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর।